১৫-০৮-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - যখন থেকে এই বাবার কোলে স্থান পেয়েছো, তখন থেকে এই দুনিয়াদারীও মূল্যহীন হয়ে গেছে তোমাদের কাছে। তোমাদের পরবর্তী জন্ম হবে সেই নতুন দুনিয়ায়। তাই তো প্রবাদ আছে-লৌকিকে তুমি যেমন মৃত, তেমনি এই পার্থিব দুনিয়াও তোমার কাছে মৃতবৎ"

প্রশ্ন :- কোন্ বিশেষ কারণের ভিত্তিতে প্রমাণ-সিদ্ধ করতে পারো যে, বাবা স্বয়ং অবতারিত হয়েছেন ?

উত্তর :- প্রতি বছরই মৃতদের আত্মাকে শ্রাদ্ধের খাবার (পিণ্ডী) দেওয়ার রীতি ভারতে প্রচলিত। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে কোনও ব্রাহ্মণের মাধ্যমে আত্মাকে আহ্বান করে তার সাথে কথাও বলা হয় এবং তার আকাঙ্খা জানতে চাওয়া হয়। সেক্ষেত্রে মৃতের শরীর তো আর আসে না, আসে কেবল তার আত্মা। যদিও এ সবই ঘটে অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট অনুসারে। আত্মা যেভাবে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করতে পারে, পরমাত্মাও তেমনি অন্যের শরীরে অবতরণ করতে পারেন। বাচ্চারা, এই যুক্তি বুঝিয়ে তোমরা তা প্রমাণ করতে পারো।

গীত :- বাঁচতে হলে বাঁচবো মোরা তোমার দিশাতে - মরতে হলে মরবো মোরা তোমার দিশাতেই !

ওঁম্ শান্তি! এই গীত তো বর্তমান সময় কালেরই। ভক্তি-মার্গের শুরু থেকে যা চলে আসছে। এখানে যখন তোমরা বাবার কাছে এসে জীবন্মৃত অবস্থায় থাকতে পারো, বাস্তবে তখন সমগ্র দুনিয়াই তোমাদের কাছে মৃতবৎ অবস্থায়। অজ্ঞানী লোকেরা যখন মারা যায়, তারা আবার এই দুনিয়াতেই জন্মগ্রহন করে। এইভাবেই দুনিয়াদারী চলতে থাকে। প্রবাদ আছে, লৌকিকে তুমি যখন জীবন্মৃত, এই পার্থিব দুনিয়া তোমার কাছে মৃতবৎ তখন। কেউ মারা গেলে, দুনিয়া কিন্তু বিনাশ হয় না। এই পার্থিব দুনিয়ায় আবার তাকে জন্মগ্রহন করতে হয়। কিন্তু বাচ্চারা, তোমাদের যখন মৃত্যু হবে, তখন পুরো দুনিয়ারই বিনাশ হয়ে যাবে। আর তোমরা তা জানো, তোমাদের পরবর্তী জন্ম হবে সেই নতুন দুনিয়ায়। যা কেবল তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণেরাই জানো। ঈশ্বরীয় সন্তান হবার ফল স্বরূপ, সত্যযুগের জন্ম-অধিকারের সৌভাগ্য লাভ হয় তোমাদের। সাথে সাথে স্বর্গ-রাজ্যের রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারও প্রাপ্ত হয়। বর্তমানের এই নরক রাজ্যের অবসানও ঘটে। আর এর জন্য তেমন কোনও পরিশ্রমও করতে হয় না তোমাদের, কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হয়। কেউ মারা যাবার পূর্ব মুহূর্তে লোকেরা তাকে বলে- রাম নামের জপ করতে, এরপর শবকে কাঁধে তোলার সময় বলে- একমাত্র রাম নামই সত্য নাম। আর এসব কিছুই বলা হয় ভগবানের উদ্দেশ্যেই। রাম নাম সত্য অর্থাৎ একমাত্র পরমপিতা-পরমাত্মাই সত্য। অতএব তার নাম তো অবশ্যই স্মরণ করা উচিত। রাম, রাম করতে করতে রামের উদ্দেশ্যে মালা-ও জপ করা হয়। এই রাম নামের ধ্বনি এমন সুন্দর ভাবে স্মরণ করা হয়, মনে হয় যেন নানান বাদ্য সহযোগে তা কোনও বিশেষ সঙ্গীতের ধুনে তা গাওয়া হচ্ছে।

বাচ্চাদেরকে বাবা ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, স্মরণের যোগে কোনও প্রকারের আওয়াজ বা শব্দ করবে না তেমরা, কেবলমাত্র মন-বুদ্ধির সহযোগে স্মরণ করতে হয়। তোমরা তো জেনেছো,

জীবন্মৃতেই তোমরা ঈশ্বরের কোলে আসাতে, বর্তমানের এই দুঃখের দুনিয়া তোমাদের জন্য শেষ হয়ে গেছে। বাচ্চারাও তেমনি বাবাকে বলছেন- বাবা, আমরা আপনার গলার হার হবো। যেই রুদ্র-মালাকে সবাই স্মরণ করে। তাকে কিন্তু রাম-মালা বলা হয় না। বাচ্চারা, সেই রুদ্র-মালার গুটিকা হবার জন্যই তো এই রুদ্র-জ্ঞানযজ্ঞে বসেছো তোমরা, ঠিক পূর্ব কল্পের মতনই। এমনটি দ্বিতীয় আর অন্য কোনও সৎসঙ্গ নেই যেখানে তারা ভাবতে পারে, তাদের শিষ্য বা অনুগামীরা স্বয়ং ভগবানের গলার হার হতে পারে তারা, এবং বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা অবশ্যই পাবে তারা। আচ্ছা, এইভাবে ভগবানকে বাবা বলে ডাকে কারা ? -অবশ্যই আত্মারা। এই আত্মাতেই সেই বুদ্ধি থাকে। বুদ্ধি প্রথমে যা ভাবে, পরে তা বলে। তারও পূর্বে, সর্বাগ্রে সংকল্প আসে, পরে তা কর্ম-ইন্দ্রিয় দ্বারা বলা হয়। চিরদিনের জন্য আমি বাবার অধিকারী হয়েছি, আর চিরদিনই বাবার অধিকারী বাচ্চা হয়েই থাকবো। বি.কে.আত্মারা তাদের অন্তিম জন্মে ভগবানকে 'গড-ফাদার' বলেই ডাকে। অন্যদের কাছে জানতে চাও, ভগবান 'গড-ফাদার'-এর বিষয়ে তোমাদের কি কোনও জ্ঞান আছে ? দেখবে তারা তার উত্তর দেবে- ঈশ্বর বা ভগবান তো সর্বব্যাপী-ই। তখন তাদের বলবে, তোমরা যেখানে ওঁনাকে বলছো 'পরমপিতা', কিন্তু পিতা সর্বব্যাপী হয় কিভাবে ? তবে কি সন্তানের মধ্যেই পিতার প্রবেশ ঘটে ? অতএব বাবাকে সর্বব্যাপী বলাটা একেবারেই ভুল। এই বিষয়টা খুব ভালভাবে বুঝে নিয়ে অন্যদেরকেও তা বোঝাতে হবে।

এই রুদ্র-জ্ঞান যজ্ঞ হলো সবচাইতে বিখ্যাত। রুদ্র অর্থাৎ নিরাকার। কৃষ্ণ কিন্তু সাকার। তবে এবার তোমরাই বলো, ভগবান বলা হবে কাকে ? সেক্ষেত্রে কৃষ্ণকে বলা যাবে না মোটেই। সাধারণ লোকেরা তো একটু সাদাসিধা-ভোলাভালা হয়। তাই তারা বলে থাকে-ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। তোমাদের এই বাবা সে তার নিজের ধাম (পরমধাম) -এই অবস্থান করেন। তাছাড়া আর থাকবেনই বা কোথায় ? অসীম-বেহদের সেখান থেকে বাবা এসেছেন এই হদের দুনিয়ায়। বর্তমানে এখানেই বিরাজ করছেন তিনি। সেই বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন, উনি এনার (ব্রহ্মার) শরীরে প্রবেশ করে সেই শরীরকেই আধার করেন তিনি। যেমনটা ঘটে শ্রাদ্ধের বেলায়! শ্রাদ্ধের পুরোহিতের শরীরে মৃতের আত্মাকে আহ্বান করে আনা হয়। যেমন কেউ যদি তার নিজের বাবার আত্মাকে শ্রাদ্ধের ভোজ বা পিণ্ড খাওয়াবার জন্য আহ্বাহন করে, তখন তো তার আত্মা বলবে যে আমি এর শরীরে অবস্থান করছি। কিছু জানতে চাইলে প্রশ্ন করতে পারো। পূর্বে মৃতের আত্মাকে আহ্বাহন করার রেওয়াজ ছিল। মৃতের আত্মাও তো আত্মা। মৃতের আত্মাকেই পিণ্ড খাওয়ানো হয়। আমন্ত্রিতদের বলে, আজ আমার দাদুর পিণ্ডদান কার্য। আজ অমুকের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পালিত হচ্ছে। অতএব আত্মাকে আহ্বান করেই এসব খাওয়ানো হয়। মনে কর, কোনও ব্যক্তির নিজের স্ত্রীর সাথে খুব প্রেম-ভাব আছে, সেই স্ত্রীর বিয়োগ হয়েছে, তার পতি তখন স্ত্রীর আত্মাকেই আহ্বাহন করে। হয়ত সে বিলাপ করবে, "আমি তো স্ত্রীকে কথা দিয়েছিলাম, তাকে হীরের নাকছাবি পড়াবো বলে"- তাই সে (অগ্রদানী) ব্রাহ্মণকে ডেকে স্ত্রীর বন্দনা করে, ব্রাহ্মণকেই সেই হীরের নাকছাবি দান করে। অতএব আহ্বাহন করা হয় কিন্তু আত্মাকেই, মৃতের শরীর তো আর আসে না। এই প্রথা একমাত্র ভারতেই প্রচলিত। যেমন তোমরা সূক্ষ্মবতনে গিয়ে একমাত্র তাদেরকেই ভোগ নিবেদন করো, যারা এখানে শরীর ত্যাগ করেছে। অতএব আত্মা সূক্ষ্মবতনেও যায়। এটা তোমাদের কাছে একেবারে নতুন তথ্য। যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ খুব ভালভাবে তা বুঝতে পারবে, ততক্ষণ তার মনে সংশয় তো থাকবেই, আর ভাববে, এই বি.কে. ব্রাহ্মণেরা এখানে কি করে ? এই ব্রাহ্মণদের রীতি-নীতি ও প্রথা দেখো কি আশ্চর্য রকমের! লোকেরা ভোগ লাগায় মন্দিরে, তারা মৃতের আত্মাকেই ভোগ নিবেদন করে। যেমন গুরুদ্বারে গুরু নানাকের আত্মার উদ্দেশ্যে ভোগ

উৎসর্গ করা হয়, কিন্তু সেই নানক এখন কোথায় ? এসবের কিছুই জানে না তারা। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা তা জানো।

ধর্ম স্থাপনার কার্যে যারাই এসেছে, তারা সবাই (কোনও না কোনও রূপে) এই দুনিয়াতেই আছে। যেমন বাবা বলে থাকেন- উনি ব্রাহ্মণ ধর্মের স্থাপনা করেন। যদিও ইনি স্বয়ং পতিত-পাবন। যেহেতু কেবলমাত্র সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা এসে এই ব্রাহ্মণ-ধর্ম স্থাপন করতে পারে। কিন্তু সেই সতোপ্রধান আত্মাদেরকেই তারপর সতো, রজো, তমো-তে আসতেই হয়। বর্তমান সময়কালে তো সকল আত্মারই যেন কবর হয়েছে। একমাত্র এই বাবাই যা পতিত-পাবন। কবরে যাবার মতন অবস্থা ওনার কখনই হয় না। কোনও মনুষ্যকেই পতিত-পাবন বলা যায় না। পতিত-পাবনের প্রকৃত অর্থ সমগ্র দুনিয়ারই পতিত-পাবন। বর্তমানের এই পতিত দুনিয়ায় এমনটি আর কেউই নেই যে সমগ্র দুনিয়াকেই পবিত্র বানাতে পারে-এক ও একমাত্র এই পতিত-পাবন বাবা ছাড়া। বাকীরা তো সবাই আসে যে যার নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করতে। কল্প-বৃক্ষের মধ্যেই আছে খ্রীষ্টান ধর্মের সেই বংশানুক্রমিক। সর্বাগ্রে যীশু স্বয়ং আসেন, এরপরে ক্রমান্বয়ে আসতে থাকে তার অনুগামীরা, যা ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যীশু কিন্তু কোনও পতিত-কে পবিত্র বানাতে পারেন না। ক্রমিক অনুসারে তার অনুগামীরা আসতে থাকে এখানে। যেখানে বর্তমানের এই দুনিয়া এখন কবর-স্থানের মতন নোংরা অপবিত্র হয়ে আছে। আর এমন সময়েই তো দরকার এমন কোনও পতিত-পাবনকে, যিনি সবাইকেই পবিত্র বানিয়ে দেবেন, আর তা করার আছে কেবল একজনই - তিনি এই বাবা।

বাচ্চারা, তোমরা একথা বুঝতে পারছো যে, বর্তমানের এই দুনিয়ার এখন খুবই জরাজীর্ণ অবস্থা। ঠিক যেন এক অতি পুরোনো বট গাছের মতন অবস্থা। যার বিস্তার অনেক কিন্তু তার মূল ও শিকর পচন ধরে ক্ষয়ে গেছে। অথচ অন্যান্য ডাল-পালাগুলি তার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। কল্প-বৃক্ষের ব্যাপারটাও তেমনি। দেবী-দেবতা ধর্ম যার মূল-শিকড়। যেটার কোনও চিহ্নই নেই আজ, অর্থাৎ মূল-ছিন্ন হয়ে গেছে, অথচ অন্যান্য (ডাল-পালা, ফল-ফুল) সব কিছুই বর্তমান। কিন্তু বীজ থাকলে তা আবার নতুন করে স্থাপন করা যায় - তাই না ? তাই বাবা জানাচ্ছেন, পূর্ব-কল্পের মতন আবার উনি এসে তারই স্থাপন করান- ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, শংকরের দ্বারা বিনাশের মাধ্যমে। তখন অন্য সকল ধর্মেরই বিনাশ হয়ে যায়। যেমন দেখানো হয়, মহাভারতের মহা-যুদ্ধের সময় যে বা যারা রাজযোগের পাঠ পড়ে, তারা নিজেরাই তাদের নিজেদের জন্য রাজধানী স্থাপনা করে। তোমরা বি.কে.-রাই সঠিক বুঝতে পেরেছো, এখন যদি তোমরা বাবার সহযোগী হতে পারো, তবে আগামী নতুন দুনিয়ায় তোমাদের যাওয়া নিশ্চিত। বৃক্ষের মতন তারপর ধীরে-ধীরে তার ডাল-পালাও বিস্তার লাভ করতে থাকবে। পূর্বের সেই দেবী-দেবতা ধর্ম,-এখন যা প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। বাবা এসে তারই আবার পুনঃস্থাপন করে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করান। একদা এই ভারত ভূ-খণ্ডই যে ছিল মহান থেকেও অতি মহান, কিন্তু গ্রহণের প্রকোপে আজ তার এমন করুণ দশা। কাম-বিকারের চিতায় বসতে-বসতে বর্তমানে তোমাদের আত্মায় আজ এত নোংরা কালিমার প্রলেপ পড়ে ভারী হয়ে আছে। অতএব বাচ্চারা, এখন আবার জ্ঞান-চিতায় বসে বসে আত্মাকে স্বচ্ছ ও পবিত্র বানাও। তোমরা যেমন শ্যামের মতন নোংরা হয়ে গিয়েছিলে, এখন আবার সেই শ্যাম থেকে পবিত্র সুন্দর হও। তোমরা, আর তা এমন বানাবার কারিগর এই পরমপিতা পরমাত্মা। যার শ্রীমৎ নিয়মিত পাচ্ছো তোমরা। এই পরমপিতা পরমাত্মার আত্মা চিরকালই পবিত্র ও স্বচ্ছ। কালিমালিপ্ত হয় আত্মাই। (যেমন সোনায় খাদ বা আবর্জনা পড়ে)।

বাচ্চারা, তোমরা এখন জেনেছো-বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হতে চলেছে, সবারই মৃত্যু অনিবার্য। রাম-রাম বলো এমন বলারও কেউই আর থাকবে না তখন। যেমন দেখো, নেহেরু মারা যাবার পর তার চিতাভস্ম সর্বত্রই ছড়ানো হয়েছিল। ভেবেছিল, তা বুঝি খুব ভাল সারের কাজ করবে। বৃক্ষে পোঁকা-মাকড় লাগলে তার উপর ছাই ছড়ানো হয়। তেমনি এই পৃথিবী-রূপী বৃক্ষের জন্য কত অনেক ছাইয়ের প্রয়োজন ? মহান সন্ন্যাসী-মহাত্মারা মারা গেলে তাদের ভস্ম এভাবে ছড়ায় না। সবচেয়ে উন্নত হলো সন্ন্যাসীরা। তারাও সকলে মারা পড়বে। ফলে তখন পৃথিবীতে কত সার ছড়িয়ে পরবে চতুর্দিকে। তখন এই নতুন সৃষ্টিতে কত সুন্দর স্বাদের শাক-সব্জির চাষ হবে। সবকিছুই কত টাটকা-তাজা শাক-সব্জি হয় সত্যযুগের। এই পুরোনো সৃষ্টিকে নতুন বানাতে সময় তো লাগবেই। যখন তোমরা সূক্ষ্ম-বতনে যাও, সেখানে তোমরা কত বড়-বড় ফল-মূল দেখতে পাও। সেখানে কত সুন্দর 'সুবীরস' (সুগন্ধযুক্ত মিষ্টি রস) পান করানো হয় তোমাদেরকে। এবার ভেবে দেখো-সেই গাছগুলি কত অধিক সার পেয়েছে ! যা কেবল এই ভারত ভূ-খণ্ডই পাওয়া যায়। সেই নতুন দুনিয়ায় কত সুন্দর-সুন্দর নতুন-নতুন জিনিসের সমারোহ থাকবে। সেই সারে সমগ্র দুনিয়াই নতুন ভাবে সেজে উঠবে। যেমন সূক্ষ্ম-বতনে বৈকুন্ঠের সুবীরস পান করানো হয়। কত সুন্দর-সুন্দর ফল ও ফুলের বাগানও দেখা যায় সেখানে। অনেক বাচ্চাই তা দর্শণ করেছে এবং 'সুবীরসও পান করেছে। রাজকুমার-রাজকুমারীরা সেই সব বাগানগুলি থেকে ফল-ফুল নিয়ে আসে। সূক্ষ্ম-বতনে এখানকার মতন বাস্তব বাগান তো আর থাকে না। হয়ত তারা তখন স্বর্গ-রাজ্যের বৈকুন্ঠে গিয়ে থাকবে। এই সাক্ষ্যাতকার কিন্তু প্রত্যেরই হয় না। যে বাবার নিমিত্ত বাচ্চা হতে পারে, বাবা কেবল তাদেরকেই সেই সাক্ষ্যাতকার করান। এমনও হতে পারে, যদি তুমি বাবার স্মরণে মগ্ন থাকো, বাবার প্রকৃত বাচ্চা হয়ে থাকতে পারো, পরে অন্তিম সময়ে হয়ত তোমারও সেই সাক্ষ্যাতকার হতে পারে। প্রথমদিকে এই পাঠশালা যেন গরুর গোশালা ছিল। তারপরে যখন (যোগ) ভাট্টীতে বসে বাচ্চারা (যোগ) 'সিদ্ধ' হতে শুরু করলো, অনেকেই তখন আসতে শুরু করলো।

বাচ্চারা, তোমাদের বুঝতে হবে যে, কেবলমাত্র প্রচার-পত্র দিলেই কেও সম্পূর্ণটাই বুঝে যাবে, এমনটা কিন্তু নয়। তাদেরকে বোঝাবার মতন টিচারেরও প্রয়োজন অবশ্যই। টিচারই মুহূর্তে তাদেরকে বোঝাতে পারবে - কাকে বাবা বলা হয়, কাকে দাদা (দাদু) বলা হয়, ইঁনি অসীম-বেহদের বাবা স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা ইত্যাদি ইত্যাদি। কেবলমাত্র প্রচার-পত্র দিলে, দেখে নিয়েই তা ফেলেও দেবে। যার আদি-অন্ত কিছুই বুঝবে না তারা। লোকেদের একথা অবশ্যই বোঝাতে হবে, এখন বাবা স্বয়ং ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। একথা ঢাক পিটিয়ে লোকেদেরকে জানানোটা তোমাদের কর্তব্য। যাদব আর কৌরবদের এ লড়াই তো চিরকালেরই। মহাভারতের মতন মহাভারী লড়াই তো তোমার সন্মুখেই উপস্থিত হতে চলেছে। সুতরাং এমত অবস্থায় নিশ্চয় কেউ না কেউ অবতীর্ণ হবেন, রাজযোগ শিক্ষাদানের জন্য। আবার নতুন করে অবশ্যই স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনাও হবে। যেখানকার জন্য কেবল একটি মাত্র ধর্মের স্থাপনা হবে, বহু ধর্মের বিনাশের পর। তোমরা পুরুষেরা হবে নর থেকে নারায়ণ আর নারীরা হবে লক্ষ্মী। এটাই তোমাদের উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য। মনুষ্য থেকে দেবতা বানাতে ওনার সময় লাগে না। যারা সূর্য-বংশীতে যাবে, কেবলমাত্র তাদেরকেই দেবতা বলা হয়। আর চন্দ্র-বংশীদের বলা হয় ক্ষত্রিয়। কিন্তু সর্বাগ্রে দরকার দেবতাদের। তাতে উত্তীর্ণ হতে না পারলে ক্ষত্রিয়তে যেতে হয় তাদের। তাই বাবা বার বার এই ভাবে বলেন - ওহে মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা আমার। এমন কত অনেক হারানিধি বাচ্চাই তো আছে।

যেমন দেখবে, কারও বাচ্চা হয়ত হারিয়ে গেল, ৬ বা ৮ মাস বাদে সে ফিরে এসে যখন সবার সাথে মিলিত হয়, তখন সে সবার কত ভালবাসা পায়। তেমনি তোমাদের এই বাবা-ও কত খুশী তোমাদের পেয়ে। তাই এই বাবা এমন স্নেহের সুরে বলেন-ও আমার নয়নের মণি আদরের হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা আবার আমার সাথে মিলিত হয়েছো ৫-হাজার বর্ষ পরে। আদরের বাচ্চারা, তোমরা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিলে, এখন আবার মিলিত হয়েছো, অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা নেবার আগ্রহে। স্বর্গ-রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী এই বাবার, জন্মসূত্রে ওয়ারিশন সন্তান যে তোমরাই। এই বাবা তোমাদেরকে সেই বেহদের বাদশাহী দিতেই এসেছেন। ইঁনিই সেই স্বর্গ-রাজ্যের 'গড ফাদার'! সত্যি, তোমাদের জন্য তা কত বড় উপহার নিয়ে এসেছেন উনি। কিন্তু তা পাবার জন্য কমপক্ষে কিছু যোগ্যতা অর্জন করতে হবে অবশ্যই। শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। মাম্মা-বাবাকে স্বীকার করে নিয়ে তারপর যদি তাদের ভুলে যাও, তাদের সাথে বিচ্ছেদ ঘটাও, তবে আর পুঁতি হয়ে তাদের গলার হারে জায়গা পাবে না।

এখানে বাচ্চাদেরকে কত ভালবাসা হয়। বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের মাথায় হাত রাখেন। যেহেতু ইঁনি অসীম বেহদের বাবা, তাই এনার সন্তানের সংখ্যাও অনেক। তবুও বাবা তোমাদের মাথায় হাত রেখে, তোমাদেরকে কত উঁচুতে স্থান দেন। এমনকি যাদের পদস্খলন ঘটে তাদেরকেও মাথায় তুলে রাখেন। অতএব তোমাদের কত খুশীতে থাকা উচিত আর শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত। এক ও একমাত্র এই বাবার শ্রীমৎ অনুসারেই চলা উচিত। নিজের মত অনুসারে চলতে গেলেই মৃত্যু অবধারিত। আর বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চললে শ্রেষ্ট থেকেও শ্রেষ্টতর মনুষ্য অর্থাৎ দেবতা হতে পারবে। যেমন বাবা জানতে চায়, তুমি কত নম্বর পেয়ে পাশ করবে ? বাবার ইচ্ছা তোমরা যাতে সূর্য-বংশী হও। আর তা হতে গেলে মাম্মা-বাবাকে অনুসরণ তো করতেই হবে। অন্যদেরকেও নিজের মতন স্ব-দর্শণ চক্রধারী তৈরী করতে হবে। তোমরা যখন অন্যদেরকে শিববাবার সামনে এনে হাজির করো, বাবা তখন জানতে চান, কত জনকে তোমরা নিজের মতন করে তৈরী করেছো ? সত্যি, খুব মজার ব্যপার এটা। যা কেবল তোমরা বি.কে.-রাই বুঝতে পারবে। নতুন কেউ একেবারেই তা বুঝবে না যে, এই কলেজেই মানুষ্য থেকে দেবতা বানানো হয়। আবার কারও কারও মাত্র ৭-দিনেই খুব সুন্দর রঙিন ধারণা হয়ে যায়। কারও আবার একদমই সেই রং ধরে না। ফলে যথেষ্ট পরিশ্রমও করতে হয় তোমাদের। শুরুতেই বাচ্চাদেরকে বোঝাবার পর প্রশ্ন করে জানতে হবে, অসীম-বেহদের বাবাকে কি জানতে পারলে তোমরা ? হয়ত তারা উত্তর দেবে-"হ্যাঁ, তিঁনি যেমন আমার মধ্যেও আছে, তেমনি তোমার মধ্যেও আছেন। সর্বব্যাপীই তিনি।" এরপর তার কাছে আর কিছু জানার প্রয়োজন নেই। যেখানে তুমি নিজেই তাকে বাবা বলে জানাচ্ছো, সেখানে বাবা আবার তোমার মধ্যে, আমার মধ্যে হয় কি করে ? বাবার থেকেই তো অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে শুরুতেই 'অল্ফ'-এর উপরেই ব্যাখ্যা করে বোঝাও।

বাবা বলেন - "আমার হারানিধি বাচ্চারা"! এমন ভাবে কোনও সাধু-সন্ন্যাসীও বলতে পারে না। তোমরা বি.কে.-রা তো জানো, তোমরাই চিরকাল শিববাবার সেই হারানিধি বাচ্চা। যাদের সাথে ৫-হাজার বর্ষ পরে আবার বাবা এসে মিলিত হয়েছেন যাতে তোমরা এসে বাবার থেকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হবার অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সা নিতে পারো। একথাও কেবল তোমরা বি.কে.-রাই জানো যে, গত কল্পে এই তোমরাই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক ছিলে, আবারও তোমরাই তা হতে চলেছো। অতএব

স্বর্গ-রাজ্যে যে তোমাদের যেতেই হবে। কিন্তু উচ্চ পদ পাবে তোমাদের নিজের নিজের পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণে ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মাতা-পিতাকে অনুসরণ করে অন্যদেরকেও তোমার মতো বানানোর সেবা করতে হবে (যেমনটি তুমি নিজে) । নিজে স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে অন্যদেরকেও তেমন তৈরী করতে হবে।

২) বাবার গলার হারে স্থান পাওয়ার জন্য বুদ্ধি সহযোগে, নিঃশব্দে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কোনও প্রকারের আওয়াজ করবে না। লাগাতার স্মরণের যোগে থাকতে হবে।

বরদান :- নিজের ভাগ্য আর ভাগ্য-বিধাতা বাবার স্মৃতিতে থেকে অন্যের সৌভাগ্যেকেও বানিয়ে দিয়ে উদার মহাদানী হও

বিস্তার :- ভাগ্য-বিধাতা বাবাকে আর নিজের ভাগ্য উভয়কেই স্মরণে রাখলে, তবেই অন্যকে ভাগ্যবান বানাবার উদ্যম-উৎসাহ থাকবে। ভাগ্য-বিধাতা বাবা যেমন ব্রহ্মার দ্বারা ভাগ্য বিলান, তেমনি তুমিও দাতার বাচ্চা হয়ে ভাগ্য বিলাতে থাকো। জগতের লোকেরা কাপড় বিলি করে, খাদ্য-সামগ্রী বা কোনও উপহার দেয়....কিন্তু তার দ্বারা কেউ তৃপ্ত হতে পারে না। তুমি ভাগ্যের বিলি করলে, তাতে সবকিছুই প্রাপ্তি হবে। যেখানে ভাগ্য সেখানেই সব। এমন ভাগ্য বিলানো উদার মনস্ক, শ্রেষ্ঠ মহাদানী হও। সর্বদা বিলাতেই থাকো।

স্লোগান : - যে একনামী থাকে (কেবলমাত্র এক-এর সাথেই থাকে) আর ইকনমি (মিতব্যায়ী হয়ে) ভাবে চলে, সে প্রভুর প্রিয় হয়।

.